Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২ মে, ২০১৭

৪০ বর্ষ ১৮ সংখ্যা ১ মে, ২০১৭, সোমবার, ১৭ বৈশাখ, ১৪২৪

বিশ্ববিদ্যালয় কাদের স্বার্থে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৯ এপ্রিল : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কাদের স্বার্থে? প্রশ্ন উঠেছে। ছাত্র-ছাত্রীরা কোনও অভিযোগ জানাতে পারছেন না। কর্মচারীবৃন্দ তাঁদের অভাব অভিযোগে সভা করতে পারছেন না। ইউনিয়ন অফিস ভাঙচুর, মারধর ইত্যাদি চলছে। উপাচার্যের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে সভা করতে গিয়েও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়নকে হোঁচট খেতে হল। ২৬ তারিখ অনুষ্ঠিতব্য সভা না করতে পারায় দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি ওই সভা ২৮ তারিখ করবার অনুমতি দেন। কিন্তু সেই সভা করতে হবে ইউনিয়ন অফিসেই। যেখানে ৫০ জনের বেশি স্থান সঙ্কুলান অসম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সভা করা যাবে না। অভিযোগ শাসক দলের নির্দেশেই এই রকম হয়েছে। এর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী এবলং আধিকারিকদের একটি বড় অংশ সোচ্চার হলেও উপাচার্য যে শাসক দলের ক্রীড়নক হয়ে কাজ করছেন সে বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেকেই। অগণতান্ত্রিক এই কাজের তীব্র নিন্দা করেছেন তাঁরা।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান ২০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নীচে। দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, রেজাল্ট বিভ্রাট, গেটে তালা এবং আলো নিভিয়ে ছাত্রদের মারধর করা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিত্য ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অবস্থা হবে না এটাই আশ্চর্যের। ক্ষোভপ্রকাশ করলেন অনেকেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ধুলোয় লুটিয়েছে বছর ছয়েক আগেও এই বিশ্ববিদ্যালয় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে উপরের দিকে কুড়ির মধ্যে ছিল। বেশিরভাগ কর্মচারী এবং আধিকারিক মনে করছেন, চূড়ান্ত স্বৈরাচারী সরকার এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সম্পূর্ণ নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। শাসক দলের সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সভা করতে সক্ষম হলেও শাসক বিরোধী বক্তব্যে কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ইউনিয়নের বার্ষিক সভায়

—এরপর চারের পাতায়

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস

মে দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ মে : জেলার সর্বত্রই যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস। শিল্পাঞ্চল থেকে কৃষি অঞ্চল মে দিবস পালিত হয়েছে। পতাকা উত্তোলন, শহিদ বেদিতে মাল্যদান, মিছিল, পথসভা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে গলসী, আসানসোল, দুর্গাপুর, রানিগঞ্জ, মেমারি, কালনা, কাটোয়া সর্বত্র স্মরণ করা হয়েছে মে দিবসের অমর শহিদদের। সকাল সাড়ে নটায় সিপিআই(এম) জেলা দপ্তরে মে দিবসের কর্মসূচি পালন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন সিপিআই(এম) বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক। শহিদবেদীতে মাল্যদান করেন অচিন্ত্য মল্লিক, আভাস রায়চৌধুরী, গণেশ চৌধুরী, সৈয়দ হোসেন, কালাশঙ্কর পাল, আবদুল মালেক প্রমুখ। সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন ও সি.আই.টি.ইউ জেলা দপ্তরেও মে দিবসের কর্মসূচি পালিত হয়। এখানে পতাকা উত্তোলন করেন খেতমজুর ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন ও সি.আই.টি.ইউ-র প্রবীণ নেতা কালিশঙ্কর পাল। শহিদ বেদীতে মাল্যদান করেন গণেশ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, জনার্দন রায় প্রমুখ। বর্ধমান শহর জোনাল কমিটির উদ্যোগে জোনাল দপ্তর মোবারক বিল্ডিং-এর সামনে সংক্ষিপ্ত সভার মাধ্যমে মে দিবসের কর্মসূচি পালিত হয়েছে। পতাকা উত্তোলন করেন প্রবীণ সিপিআই(এম) নেতা কালিশঙ্কর পাল, শহিদ বেদীতে মাল্যদান করেন জোনাল সম্পাদক তাপস সরকার, শ্রমিক নেতা তরুণ রায়, কাজল রায় ও বিভিন্ন গণসংগঠন ও ট্রেডইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ। সংক্ষিপ্ত সভায় মে দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন শ্রমিক নেতা কালিশঙ্কর পাল। বিকালে একটি বিশাল মিছিল কোর্ট চত্বর থেকে শুরু হয়ে বর্ধমান শহর পরিক্রমা করে।

চলো নবান্ন

সংবাদদাতা : চাই শান্তি, চাই গণতন্ত্র, চাই সবল দুটি হাতে কাজ, চাই দুবেলা-দুমুঠো অন্ন— চলো নবান্ন। গ্রাম থেকে শহর আলোড়িত আন্দোলিত, গণসংগঠন সমূহের ডাকে ২২ মে নবান্ন অভিযানে। সমাজের সব স্তরে মানুষের গণসংগঠনগুলি আওয়াজ তুলেছে—সব স্তরের মানুষের দাবি সমূহকে নিয়ে। প্রচার চলছে লিফলেট, প্রচার পত্র, পোস্টার ও ব্যানারে। খেতখামার থেকে কলকারখানা, অফিস কাছারি থেকে স্কুল-কলেজ, বন্দর থেকে প্রান্তর। জীবন-জীবিকার দাবির সাথে মত প্রকাশের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। বিচ্ছিন্নতা, সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি, কুপণ্ডুকতা এবং কুসংস্কার বিরোধী প্রগতির পথে এগিয়ে চলার অঙ্গীকার। তাই গুঞ্জন নয়, কানাকানি-ফিসফিসানি নয় সোচ্চারে আওয়াজ উঠেছে জীবনের জন্য, জীবিকার জন্য— চলো নবান্ন। সব স্তরের মানুষ তৈরি হচ্ছেন ২২ মে নবান্ন অভিযানে।

দুর্গাপুরে এন.পি.টি.আই-এর বি টেক কোর্স তুলে দিতে চায় মোদি সরকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২৪ এপ্রিল : দুর্গাপুরের ঐতিহ্যশালী ন্যাশানাল পাওয়ার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে সার্কুলার জারি করে ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে বি টেক কোর্সে ছাত্র ভর্তি পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হল। কেন্দ্রের বিদ্যুৎ দপ্তরের অধীন একটি সংস্থা এন পি টি আই। দেশের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের জন্য ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের জন্য অন্যতম সংস্থা হিসাবে পরিচিত এই প্রতিষ্ঠান। ২০০২ সাল থেকে এন পি টি আই-তে পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে বি টেক কোর্স চালু হয়। প্রতি বছর জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৬০ জন ছাত্র এখানে বি টেক কোর্সে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পায়। এ যাবৎ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কৃতিত্বের সাথে পাশ করে ১০টি ব্যাচের ইঞ্জিনিয়াররা বর্তমানে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন।

বি টেক কোর্সটি তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে তুমুল ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। কার্যত সকাল থেকে এন পি টি আই অচল হয়ে পড়ে। ছাত্ররা দাবি করেছেন অবিলম্বে কোর্স বন্ধের এই সার্কুলার প্রত্যাহার করে শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্থ এ আই সি টি ই-এর কাছে কোর্সটি চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিতে হবে। তাঁরা এই

—এরপর চারের পাতায়

কালনা মহকুমা আদালতের দুটি মামলার রায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৮ এপ্রিল : কালনা ফার্স্ট ট্র্যাক আদালতের বিচারপতি সুদীপ্তকুমার ভট্টাচার্যের একই দিনে দুটি মামলার রায় এদিন মহকুমার দুই অভিযুক্তের সাজা হল। কালনা থানায় কালনা শহর সংলগ্ন দিঘির পাড়ের সহদেব রায়ের ১০ বছর জেল ও ৭ হাজার টাকা জরিমানা এবং পূর্বস্থলি থানায় চুপির বসন্ত রজকের ৬ বছর জেল ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা হল। ২০০৮ সালে কালনা থানায় কালনা শহর সংলগ্ন দিঘির পাড়ের সহদেবের বিরুদ্ধে এক মহিলাকে অপহরণ করে ধর্ষণের মামলা হয়। অন্যদিকে ২০০৯ সালে ৮ মার্চ পূর্বস্থলি থানায় চুপির বসন্ত রজকের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতন ও তাকে আত্মহত্যায় প্ররোচনায় দেওয়ার মামলা হয়।

কালবৈশাখীর ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি কালনায়, এ পর্যন্ত মৃত তিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৮ এপ্রিল : পরপর কালবৈশাখীর ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি কালনা মহকুমা জুড়ে। গতকাল আবার ক্ষতিগ্রস্থ হল পূর্বস্থলি ও মন্তেশ্বর। সাথে সাথে শিলাবৃষ্টি। অভিজ্ঞমহলের ধারণা সমগ্র জেলা জুড়ে বোরো ধানের ক্ষতির আশঙ্কা এবার প্রায় ১০০ শতাংশ। কালনার কৃষি দপ্তরও এই আশঙ্কার কথা উড়িয়ে দিতে পারেনি। পূর্বস্থলির গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা সাকাউ হোসেনের দাবি, নাদনঘাট, বগপুর, দোগাছিয়া প্রভৃতি গ্রামের পঞ্চায়েত এলাকায় মাঠের ধান সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। ধান কাটার জন্য চাষিদের আর মাঠে নামতে হবে না। মন্তেশ্বরে এদিন বি ডি ও এবং ব্লক কৃষি আধিকারিকের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয় কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠনগুলির যৌথ কমিটির পক্ষে। তাদের দাবি, ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ব্যাঙ্ক ঋণ মুকুব করতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত ২৪ এপ্রিল কালবৈশাখী ঝড়ের পরে বোরো ধানের ক্ষয়ক্ষতি দেখে নিজের জমিতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন রাধারমণ সরকার (৫৪)। ঘটনা পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার নবাবনগর গ্রামের। ব্যাঙ্ক থেকে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে তিনি এবার ৫০ বিঘা জমিতে বোরো চাষ করেছিলেন। বাজারেও তার কিছু দেনা আছে। অভিযোগ এই চাপ সহ্য করতে পারেননি। গত ২৩ এপ্রিল

কালবৈশাখীর ঝড়ের বলি হন কালনায় দু'জন। কালনা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকেন আহত বেশ কয়েকজন। মন্তেশ্বর থানার তাজপুর গ্রামের নজরুল মোল্লা (৪৬) ঝড়ের সময় ধানের জমি দেখে বাড়ি ফিরছিলেন। সড়কে তার উপর একটি গাছ ভেঙে পড়লে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। কালনার জে আর কে সড়কে ইট ভাটার শ্রমিক রঘুপ্রসাদ নিষাদ ঝড়ের সময় একটি চালা ঘরে চাপা পড়েন। তাকে উদ্ধার করে কালনা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে, সেখানেই তার মৃত্যু হয়। ঝড়ের সময় কালনা এস টি কে সড়কে গাছ চাপা পড়েন তরুময় সিংহরায় এবং বিনয় ধারা। নিজের বাড়িতেই চাপা

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

১ মে, ২০১৭

মে দিবস

সভ্যতার শুরু থেকে শোষক ও শোষিতের লড়াইয়ে মে দিবসের জন্ম। শুধুমাত্র শোষণহীন ব্যবস্থা কায়েম হলেই এই দ্বন্দ্বের অবসান হবে! 'মে দিবস' এই দ্বন্দ্বের অবসানের অন্যতম সংগ্রামী নিশান। ঊনবিংশ শতাব্দিতে বিশ্বজুড়ে শুরু হওয়া শ্রমিক আন্দোলন ১৮৪৭-এ ব্রিটেনে 'দশ ঘন্টা কাজের সময়'-এর বিল পাশ করাতে সমর্থ হয়। মার্কস এই আইনকে 'একটি নীতির জয়' আখ্যা দেন। প্রথম আন্তর্জাতিকের উদ্‌বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, 'এই প্রথম প্রকাশ্য দিবালোকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক অর্থনীতি শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক অর্থনীতির কাছে আত্মসমর্পণ করল।' পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে শ্রমিকরা উদ্বুদ্ধ হয়। ১৮৭১ সালের মার্চ মাসে প্যারিসে শ্রমিকশ্রেণির কমিউন তৈরি হয়, যার লক্ষ্য সমাজবাদ। মাত্র আড়াই মাসের ঘটনা, ইতিহাসে বিরলতম ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়। রক্তাক্ত হয় প্যারিস, পরাজিত প্রায় ১৭ হাজার শ্রমিককে হত্যা করা হয়। প্রায় ৪০ হাজার কমিউনবাসীর উপর অমানবিক নির্যাতন চলে। প্রায় ১০ হাজার মানুষকে কারাদণ্ড ও যাবজ্জীবন নির্বাসন দেওয়া হয়। সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সাময়িক বিপর্যয় ঘটে তবুও বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণি এই লড়াই থেকে সরেনি। ১৮৮৬ সালের ১লা মে আট ঘন্টা কাজের দিনের দাবিতে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ শ্রমিক অংশগ্রহণ করে। আতঙ্কিত শাসকগোষ্ঠী ৩রা মে ধর্মঘটরত শ্রমিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে ৬ জন নিহত হলেন। পুলিশের এই নির্মম আচরণের বিরুদ্ধে ৪ মে 'হে মার্কেট'-এ শ্রমিকরা মিলিত হলেন। সভা শেষ হবার আগেই নেমে আসে পুলিশের আক্রমণ। নিহত হয় ৭ জন পুলিশ ও ৪ জন শ্রমিক। এবার পুলিশ খুনের অভিযোগে ৭ জন শ্রমিক নেতার বিরুদ্ধে বিচারের নামে প্রহসন শুরু করে শাসকগোষ্ঠী। ৭ জন শ্রমিক নেতার মৃত্যুদণ্ড ও ১ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। লড়াই থেমে থাকেনি। ১৮৮৯ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গড়ে ওঠে। ঘোষণা করা হয়- ১৮৮৬ সালের ১ লা মে আমেরিকার শিকাগো শহরের শ্রমিকদের আট ঘন্টা কাজের দাবিতে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও রক্তস্নাত আন্দোলনকে স্মরণ করে বিশ্বের সব দেশে ১ মে 'মে দিবস' উদযাপন করা হবে 'আন্তর্জাতিক দিবস' হিসাবে। আজ সমগ্র বিশ্বে 'মে দিবস' পালিত হচ্ছে। উঠছে লাল পতাকা, ধ্বনিত হচ্ছে 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' শ্লোগান। এই শ্লোগানে গলা মিলিয়ে দেশে দেশে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণি ও শোষিতশ্রেণি উজ্জীবিত হচ্ছে। 'মে দিবস' এই জন্যই শ্রমিকশ্রেণির জীবনে উন্নত ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা।

ওষুধ নেই হাসপাতালে, সাপে কাটা রুগীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৭ এপ্রিল : হাসপাতালে ওষুধ নেই, সাপে কাটা রুগীর মৃত্যু হল। এমনই অভিযোগ কালনা মহকুমা হাসপাতালের বিরুদ্ধে। যদিও হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণচন্দ্র বারুরি এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে জানান, ওষুধ যথেষ্টই মজুত আছে। নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখা হবে। নদিয়া জেলার শান্তিপুর থানার মানিকনগর গ্রামের মায়ারানি মাহত (৫৫) সকালে ঘর নিকোতে গেলে তাকে সাপে দংশন করে। কালনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একটি ইঞ্জেকশন এনে দিতে বললে তা শহরে কোথাও পাওয়া যায় না। রুগীর ছেলে বিবেকানন্দ-র অভিযোগ ডাক্তারবাবুকে বিষয়টি জানালে তিনি হাসপাতাল সুপারের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু হাসপাতাল সুপারের সঙ্গে তার দেখা করা সম্ভব হয় না। ইতিমধ্যেই মায়ারানির মৃত্যু ঘটে।

এক ডজন প্রশ্ন

১. বেতার তরঙ্গ কে আবিষ্কার করেন এবং কোন সালে নোবেল পুরস্কার পান? কবে তাঁর জন্ম?
২. বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস কবে? রাষ্ট্রসংঘ বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস কবে ঘোষণা করে?
৩. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলারা কবে থেকে শিক্ষার্থীর অধিকার পেয়েছিল?
৪. বন্দি মুক্তির দাবিতে মিছিলে কবে গুলি চললে লতিকা, প্রতিভা, গীতা, অমিয়ারা শহিদের মৃত্যুবরণ করেন?
৫. ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন কবে জন্মান? কবে তাঁকে মার্কিনীরা পরিকল্পনা করে ফাঁসি দেয়?
৬. ফ্যাসিস্ট, একনায়কতন্ত্রী মুসোলিনির কবে ফাঁসি হয়? তাঁর পত্নী কবে মারা যান? মুসোলিনির জন্ম কবে?
৭. দিল্লির লালকেল্লার ভিত্তি স্থাপন কবে হয়েছিল? নির্মাণকাজ কবে শেষ হয়েছিল?
৮. সুভাষচন্দ্র বসু কবে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন? তখন কে সভাপতি হন?
৯. ভারতে সিনেমার পথিকৃৎ দাদাসাহেব ফালকের পুরো নাম কি? তিনি কবে জন্মান?
১০. কৃষকনেতা তথা কমিউনিস্ট নেতা বিনয় কোঙার কবে কোথায় জন্মান? কবে মৃত্যু হয়েছিল?
১১. সান্ধ্য গণশক্তি পত্রিকা কবে থেকে প্রভাতী দৈনিক গণশক্তি হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল? তখন সম্পাদক কে ছিলেন?
১২. কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কবে প্রথম মে দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

মে দিবসের আহ্বান

শিবানন্দ পাল

বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যবহার পুঁজিবাদী শোষণে শ্রমিকের প্রতিদ্বন্দ্বী। অনেক কাল আগে শ্রমিক নেতা জন হেনরী মেশিনকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে লড়াই করে প্রাণ দিয়েছিলেন। আজ সেই যন্ত্র আরো আধুনিক, দানবীয় শক্তিতে মেহনতী মানুষের কাছে যন্ত্রণাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রযুক্তির উন্নতি কৃষির বিকাশে যেমন প্রয়োজনের তুলনায় উদ্বৃত্ত তৈরি করেছে, তেমনি শিল্পে কার্যত মুনাফার পাহাড় তৈরিতে কর্তৃত্বকারীকেই সাহায্য করেছে। মানবসমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ছে, শাসকগোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটছে।

ক্ষমতার এই কেন্দ্রীভবনকে প্রথম উল্টে দিতে সক্ষম হয়েছিল সমাজবাদী ভাবনা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উভয় সম্পদই শ্রমজীবী জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল। শ্রমিকশ্রেণির প্রতি কর্তব্য, সামাজিক দায়বদ্ধতা, সামাজিক ন্যায়, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছিল। মাথার উপরে ছাদ, কাজের ঘন্টা কমানো, প্রভিডেন্ড ফান্ড, পেনশন, মেডিক্যাল বেনিফিট, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য আর্থিক সুবিধা, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে স্ত্রী, পুত্র-কন্যা বা নিকট আত্মীয়দের মধ্যে ন্যূনতম এক জনের চাকরি ইত্যাদি সুযোগগুলি শ্রমিকশ্রেণি অর্জন করেছিল। কিন্তু এর জন্য অনেক রক্তাক্ত পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল শ্রমিকদের।

শুধু মাত্র মজুরি বৃদ্ধি ও কাজের ঘন্টা কমানোর দাবিতে সংগঠিত লড়াই শুরু হয় ১৮৬৪ সালে। লন্ডনে জন্ম হয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের। প্রকৃত লড়াই শুরু ১৮৩০ দশক থেকে। ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত কার্লমার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থে শ্রমিকশ্রেণি প্রথম জানতে পারে উদ্বৃত্ত মূল্য কী জিনিষ! শ্রমিক যে শ্রমশক্তি ব্যয় করে, আর যা মজুরি পায়, উৎপাদিত পণ্যের মূল্য তার কয়েক গুণ বেশি। উভয় মূল্যের ফারাক অর্থাৎ বাড়তি মূল্য যায় মালিকের পকেটে। আমাদের মতো জনবহুল দেশে শ্রমিক সংখ্যা বেশি হওয়ায় কম মজুরিতে শ্রমিকদের ব্যবহার করার সুযোগ আছে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে শ্রমিকের কাজের সময় ছিল ভোর থেকে সন্ধ্যা। কোথাও তা কমিয়ে চৌদ্দ, কোথাও তা ষোল ঘন্টা করা হচ্ছিল। শ্রমিক যা মজুরি পায়, তাতে চার ঘন্টা শ্রমশক্তি ব্যয় করলেই পুষিয়ে যায়। বাকি ঘন্টার শ্রম মালিক লুট করে। শ্রমিক শোষণের এই ভিত্তি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম করেছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মালিকের শোষণ ব্যবস্থাকেই পুষ্ট করতে পুঁজির দাস হয়েছে। মালিকের হাতে অঢেল টাকা, সে যন্ত্র কিনতে সক্ষম। আর যন্ত্র শ্রমিকের থেকে দ্রুত কাজ করে। শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়ে দেয়। দ্রুত উৎপাদন, দ্রুত মুনাফা। মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে বিপুল আর্থিক ক্ষমতা থাকায় তা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বাড়িয়ে তুলেছে। ১৭৬৪ সালে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা সরকারের কাছে অভিযোগ জানায়, সরকারটা তারাই গড়ে দিয়েছে। শ্রমিকরা চট জলদি একটি সমাধান পথ দেখতে পায় সমবায় ব্যবস্থার মধ্যে। কিন্তু তা যে ফলপ্রসূ নয় অচিরেই প্রমাণিত হয়। আবেদন নিবেদনে মালিকের হৃদয় পরিবর্তন না হলে কিছুই মেলে না। দিশাহীন অসহায় শ্রমিকরা ১৮১১ সালে তাই মেশিন ভাঙতে শুরু করেছিল। ১৮৩৩ সালে ফ্যাক্টরি আইনে বলা হয় কাজের সময় হল ১৫ ঘন্টা। ১৮৩৪ সালের ১লা মার্চ বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকরা ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট ডেকেছিল। এর তেরো বছর পরে ১৮৪৭ সালে ব্রিটেনে 'দশ ঘন্টা কাজের সময়' আইন পাশ হয়।

মার্কস এই ঘটনাকে একটা নীতির জয় বলে উল্লেখ করেন। ১৮৬৪ সালে প্রথম আন্তর্জাতিকের উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বললেন, 'এই প্রথম প্রকাশ্য দিবালোকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক অর্থনীতি শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক অর্থনীতির কাছে আত্মসমর্পণ করলো।' অর্থাৎ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রতিটি শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক অর্থনীতি রয়েছে। শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বেরই প্রকাশ। শ্রেণীর বিনাশ না ঘটলে দ্বন্দ্ব থাকবেই। ধর্মঘট, মিছিল, বিক্ষোভ বাড়তে থাকে। কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ব্যবসা বাণিজ্যই ইউরোপের প্রধান অর্থনীতি হয়ে দাঁড়ায়। আর বাণিজ্য বাজার চায়।

মানব সভ্যতায় হিংস্রতার মর্মান্তিক ইতিহাস হল মুনাফার জন্য শ্রমিকদের সঙ্গে পুঁজিবাদ কেমন আচরণ করবে! ওলন্দাজ, ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও ফরাসিদের দেশে বিপ্লবগুলি উদীয়মান বুর্জোয়ারাই নেতৃত্ব দেয়। বুর্জোয়ারা যখন শক্তিশালী হয়, উপেক্ষা করে শ্রমিকদের। অতিরিক্ত উৎসাহে ফরাসি বুর্জোয়ারা রাজতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য ফরাসি জনগণকে একত্রিত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল। কিন্তু ক্ষমতা পেয়েই তারা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ও জীবনধারণের মান বৃদ্ধির দাবির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। হতাশ শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন কৃষক সন্তান ফ্র্যাঙ্কোইস নোয়েল ব্যাবুফ। এই অপরাধে ১৭৯৭এর ২৮ মে তাঁর ফাঁসি হয় মাত্র ৩৭ বছর বয়সে। বলতে গেলে ব্যবুফ-ই ইতিহাসে প্রথম শহিদ।

এ ঘটনার একত্রিশ বছর পরে ১৮২৮ সালে আমেরিকায় বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকরা কাজের ঘন্টা কমানো ও মজুরি বৃদ্ধির জন্য প্রথম ধর্মঘট করে। ফ্রান্সে 'বুর্জোয় শ্রেণী নিপাত যাক' বলে শ্রমিকশ্রেণী যখন ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু করেছিল পাশে বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত, কৃষক কেউ ছিল না। ১৮৭০ সালে তিন হাজার বিপ্লবীকে হত্যা, পনেরো হাজার বিপ্লবীকে বিতাড়ন করে ফ্রান্সে লুই বোনাপার্ট ক্ষমতা দখল করেন। দেড় মাসের মধ্যে দুর্নীতি আর স্বৈরতন্ত্রী শোষণ তৃতীয় নেপোলিয়নকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে। গণবিক্ষোভে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৭১ সালের মার্চে নির্বাচনে ক্ষমতায় আসে শ্রমিক প্রতিনিধিরা। মার্কসবাদীরা প্রভাবশালী হলেও ছিলেন সংখ্যালঘু। এখানেও ভবিষ্যত পরিকল্পনা ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনায় শ্রমিকরা বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। দ্বিধা থাকলেও মার্কস কমিউনের প্রতি আন্তর্জাতিক সংহতি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। কমিউন মাত্র ৭২ দিন স্থায়ী হয়।

ইতিহাসে এই প্রথম কমিউনের সাফল্যে প্রতিক্রিয়াশীলরা আঁতকে উঠল। আট দিনের মরণপণ লড়াইয়ে ১৭ হাজার শ্রমিক খুন হলেন, ৪০ হাজার কমিউন গার্ড গ্রেপ্তার হয়। এদের মধ্যে বাছাই করে ১০ হাজার জনকে সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডিত, বিতাড়ন অথবা যাবজ্জীবন নির্বাসিত করে বুর্জোয়ারা ফের ক্ষমতা দখল করে নিল। রক্তের বন্যায় ভেসে গেল প্যারীর রাস্তা। মার্কস বললেন, 'শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এই নীতি বারেবারে শক্তিশালী প্রভাব খাটিয়ে যাবে।' ইউরোপ জুড়ে শ্রমিকদের ধর্মঘট ভাঙতে নামলো দেশের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে মালিকের গুণ্ডা বাহিনী। গ্রেপ্তার, হত্যা, ছাঁটাই চলছিল। ১৮৭৭ সালে আমেরিকার ইতিহাসে সফল হল জাতীয় রেল ধর্মঘট। এক দশক জুড়ে ক্রমাগত আর্থিক ও শিল্পগত বন্ধ্যাত্ব এবং মন্দায় শ্রমিকদের কাজের ঘন্টা কমানোর দাবিকে জোরাল করে তুলছিল। ১৮৮৬-র ১লা মে আট ঘন্টা কাজের দাবিতে শুরু হল দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট।

সাড়ে তিন লক্ষ শ্রমিক অংশ নিল। বামপন্থী ভাবধারার প্রধান কেন্দ্রস্থল শিকাগো শহর। ৩রা মে সভা শেষ হবার মুহূর্তে আচমকা সশস্ত্র পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল ধর্মঘটীদের উপর। শুর হল খণ্ডযুদ্ধ। চার জন্য শ্রমিক শহিদ হলেন, সাত জন পুলিশের মৃত্যু হল। শুরু হল বিচারের নামে প্রহসন। সাত জনের মৃত্যুদণ্ড, এক জনের যাবজ্জীবন কারাবাস। পৃথিবীজুড়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন প্রগতিশীল মানুষ। দু'জনের মৃত্যুদণ্ড কমে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। ১৮৮৯ সালের ১৪ই জুলাই এঙ্গেলসের উদ্যোগে ফরাসি বিপ্লবের শতবর্ষ উদযাপনের দিনে প্যারিসে গঠিত হল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক। সিদ্ধান্ত হল আট ঘন্টা কাজের দাবিতে শিকাগো শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে স্মরণ করে এই দিনে 'আর্ন্তজাতিক বিক্ষোভ মিছিলের দিবস' পালন করা হবে! প্রত্যেক দেশের শ্রমিক এই বিক্ষোভ মিছিল অবশ্যই সংগঠিত করবে। এঙ্গেলস বললেন, 'শ্রমিকশ্রেণীকে নিজেই নিজের মুক্তি আনতে হবে।'

১৮৯০ সালের ১লা মে বিশ্বের বড় বড় শিল্প শহরে লক্ষ লক্ষ মানুষ উদযাপন করলেন, প্রথম মে দিবস। ১৯১৭ সালে নভেম্বর বিপ্লবের পর সোভিয়েত সরকার সিদ্ধান্ত নিল ১লা মে দিনটিকে শ্রমিকদের 'জাতীয় দিবস' হিসাবে উদযাপন করা হবে। আট ঘন্টা কাজের দাবি ক্রমশ বিশ্বময় স্বীকৃত পেল। রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হবার পর এশিয়ায় মে দিবসের লাল আগুন ছড়িয়ে পড়ল দিক থেকে দিগন্তে। ১৯২৩ সালে ভারতের মাদ্রাজ শহরে সর্বপ্রথম লাল পতাকা উত্তোলন করে কিষান-মজদুর পার্টির উদ্যোগে মে দিবস পালিত হল। এ পর্যন্ত বিশ্বের ১১০ টি দেশে সরকারি বদান্যতায় শুধু ছুটিই নয়, মে দিবস উদযাপিত হয় শহিদদের স্মরণে। ইতিহাসের ট্রাজিডি শ্রমিক দরদী সাজার জন্য ফ্যাসিস্ত হিটলারকেও ১লা মে শ্রমিকদের জাতীয় দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল জার্মানিতে। শুধু হিটলারই নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্সে ফ্যাসিস্ত হিটলারের সঙ্গী মার্শাল পিতেনের একনায়কতন্ত্রী সরকার, স্পেনের ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কো-ও শ্রমিকদের ধোঁকা দেবার জন্য মে দিবসকে মেনে নিয়েছিল।

আর আজ দুনিয়াজুড়ে চলছে বাজার অর্থনীতি। পুঁজিপতি কর্পোরেট সেক্টরের বাবুরা বেশি করে পড়ছেন মার্কসের সেই অমর গ্রন্থ 'পুঁজি'। কিভাবে শ্রমিকশ্রেণিকে ধ্বস্ত করা যায়। শ্রমিকের অর্জিত অধিকার ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে। আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতায় বিজেপি সরকার। তিন বছর অতিক্রান্ত হতে চলল। নতুন ভারত গড়ার নামে, দেশের যে অবস্থা ছিল তাকেও ধ্বংস করা হচ্ছে। মূল্য বৃদ্ধি, শূন্য কর্মসংস্থান, কি কেন্দ্র, কি রাজ্য; কোনও সরকারই কৃষি, সেচ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ কর্মসংস্থান, অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে উদ্যোগ নিচ্ছে না। কৃষক ফসলের লাভজনক দাম পাচ্ছে না, অথচ সার, বীজ, পেট্রলজাত দ্রব্য, বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হচ্ছে। লাভজনক রাষ্ট্রায়াত্ত ক্ষেত্র, নবরত্ন সংস্থা, বন্দর, কয়লা, খনিজ, তেল, গ্যাস, রেল, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি লুটের জন্য দেশি বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। নতুন বিনিয়োগের নামে

—এরপর চারের পাতায়

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

ও আর এস

ডাঃ গৌতম সাহা

হঠাৎ করে শুরু-হওয়া পেটের সমস্যা, পাতলা পায়খানা, বমি, পেট-ব্যথা ইত্যাদিতে অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএনটেরাইটিস বলে। হঠাৎ করে—তাই অ্যাকিউট কথা-টা। আর ক্রনিক সমস্যা হলো দীর্ঘদিন ধরে চলে-আসা অসুস্থতা।

গ্যাস্ট্রো মানে স্টমাক বা পাকস্থলিজনিত এবং এনটেরাইটিস অর্থ অন্ত্রের বা ইনটেস্টাইনের প্রদাহ। তার মানে অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএনটেরাইটিস হল হঠাৎ করে কোনো কারণে পাকস্থলি ও অন্ত্রের আপসেট হওয়া। খুব বাড়াবাড়ি হলে তাকে আন্ত্রিক, কলেরা নামেও অভিহিত করা হয়। তবে কলেরা

সাধারণত মহামারির আকার নেয় অর্থাৎ এক বা একাধিক এলাকায় অনেকের এই ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার মতো দুর্ঘটনা ঘটে।

যাইহোক, অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএনটেরাইটিসের উপসর্গ হলো বমি, পাতলা পায়খানা, জ্বর, পেটে ব্যথা ইত্যাদি। ফলে রোগীর শরীর থেকে জল ও খনিজ লবণ—সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ইত্যাদির যৌগ বেরিয়ে যায় এবং দেহে জলের অভাব পরিলক্ষিত হয়। একে ডিহাইড্রেশন বলে। তারও তীব্রতার পরিমাণ আছে। অল্প, মাঝারি ও মাত্রাতিরিক্ত। মাইল্ড, মডারেট ও সিভিয়ার। এমতাবস্থায় ঠিক সময় মতো ব্যবস্থা না নিলে রক্তচাপ নেমে গিয়ে প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায় এবং বৃক্ক বা কিডনি সাময়িক বা স্থায়ীভাবে অকেজো হয়ে যেতে পারে। তখন প্রয়োজন হলে ডায়ালিসিসের মতো লাইফ-সেভিং চিকিৎসা-ব্যবস্থার আয়োজন করতে হয়।

অতএব বমি, ডায়েরিয়া হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একজন স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। বড়দের ক্ষেত্রে একটু-আধটু দেরি হলেও চলে কিন্তু শিশুদের ডিহাইড্রেশন তৎপরতার সঙ্গে ম্যানেজ করতে না পারলে সমূহ বিপদ।

যতক্ষণ না একজন বিশেষজ্ঞ আপনার শিশুকে দেখছেন ততক্ষণ আপনি ও.আর.এস বা ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন করে খাওয়াতে থাকুন। ওষুধের দোকান থেকে ও.আর.এস.-এর প্যাকেট আনতে আনতে আপনি ও.আর.এস-এর বিকল্প তরল ঘরেই তৈরি করে নিতে পারেন। যেমন প্রায় এক গ্লাস বা ২০০ মিলিলিটার জলে ২ চামচ চিনি, ১ চিমটে নুন ও পাতিলেবুর চারভাগের এক ভাগ থেকে রস নিংড়ে 'হোম-মেড' ও.আর.এস বানিয়ে ফেলুন। ঘরে চিনি না থাকলে গুড় দিয়েও কাজ হবে। সেই মিশ্রণ থেকে একটু-একটু করে বারে-বারে তরলটি খাইয়ে যান। যেমন প্রতি দশ মিনিট পর পর দু থেকে তিন চামচ বা তারও বেশি। এটা নির্ভর করছে রোগীর শরীর থেকে কতটা জল বমি বা মলের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তার ওপর।

শুধু ডায়েরিয়া হলে, বমি না হলে বিশেষ কোনো অসুবিধে নেই। যতটা পারেন ও.আর.এস খাওয়াতে থাকুন। তবে সঙ্গে বমি হলে যেমনটি বলা হল সেইমতো অল্প-অল্প করে বারে-বারে তরল পদার্থটি খাওয়াতে হবে যেন দেহ জল-শূন্য না হয়ে যায়। এর পরও ক্রমাগত বমি হতে থাকলে শিরা বা ভেন-এর মধ্য দিয়ে স্যালাইন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

যতক্ষণ না 'স্যালাইন' শুরু হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু ও.আর.এস আরও অল্প করে খাইয়ে যাবেন যাতে মিশ্রণটি পেটের মধ্যে না যায়, মুখের মধ্যেই থাকে। জিভের তলায়, গালের ভেতরের শ্লেষ্মাঝিল্লির মধ্য দিয়ে দ্রবণটি খুব তাড়াতাড়ি রক্তের ভেতর মিশে যায়। ফলে বমির ভয় থাকে না এবং ডিহাইড্রেশন বাড়তে পারে না। অনেক সময় এমনি করে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে শিরার মধ্য দিয়ে স্যালাইন ছাড়াও বিন্দু-বিন্দু ও.আর.এস পাঠিয়ে পীড়িতকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব।

চোলাই মদ বিক্রি বন্ধের দাবিতে নামলো স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি : সম্প্রতি মেমারির সাতগেছিয়া-১ পঞ্চায়েত এলাকার স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা বিকেলে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে সাতগেছিয়ার বড় দুলেপাড়া ও কাঁটালিয়া গ্রামে প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা করে। চোলাই মদ বিক্রির প্রতিবাদে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের পথে নেমে এভাবে আন্দোলন করার ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর এক সভানেত্রী জানান, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার গ্রামগুলিতে দেদার চোলাই মদ তৈরি হচ্ছে। মদ্যপানের উপদ্রব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মদের নেশাগ্রস্ত স্বামীর বাড়িতে মদ্যপ অবস্থায় এসে স্ত্রী ও সন্তানদের উপর নির্যাতন চালায়। ঘরে থাকা দামি কাঁসার বাসনপত্র এবং অন্যান্য দামি সরঞ্জাম বিক্রি করে দিয়ে মদের নেশার খরচ জোগাচ্ছে ওই এলাকার পুরুষরা। এসবের জন্য এলাকায় দিন আনা দরিদ্র পরিবারগুলো সর্বশান্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের চোলাই মদ বিক্রি বন্ধের দাবিতে আন্দোলনে নামতে হল। প্রশাসন ব্যবস্থা না নিলে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাই আগামী দিনে চোলাই মদের ভাটি ভাঙার অভিযানে নামবে।

ভারতের জৈববৈচিত্র

রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

জৈববৈচিত্র হল নানাপ্রকার স্থলজ, জলজ ও বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে বসবাসকারী জীবিত উদ্ভিদ এবং প্রাণীর সমাবেশ যেখানে এইসব জীবকুল পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বাস্তুতন্ত্রকে স্থিতিশীল করে।

বিভিন্ন সম্পর্কের ভিত্তিতে জৈব বৈচিত্রকে তিনটি প্রধান স্তরে ভাগ করা যায়— (১) জিনগত বৈচিত্র (Genetic diversity) : একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে একই ধরনের জিন থাকার কথা কিন্তু বাস্তবে একই ধরণের প্রজাতির মধ্যে জিনের বিভিন্নতা দেখা যায়। জিনগত বৈচিত্র্যের কারণেই উপপ্রজাতির, প্রকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগ দেখা যায়। (২) প্রজাতিগত বৈচিত্র (Species diversity) : নিজেদের মধ্যে প্রজননে সক্ষম প্রাকৃতিক জীবগোষ্ঠীকে প্রজাতি বলে। সারা বিশ্বে প্রায় ১৭ লক্ষ প্রজাতির খোঁজ পাওয়া গেছে। (৩) বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র (Ecological diversity) : একটি জৈব সম্প্রদায়ে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রজাতি (উদ্ভিদ ও প্রাণী) আন্তঃবিক্রিয়ার মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের স্থিতি প্রদান করতে সাহায্য করে। প্রকৃতির নিয়মবিধিতে এই স্তরগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, এ যেন একটি প্রাকৃতিক বৃহৎ শৃঙ্খল।

ভৌগোলিক এলাকার ভিত্তিতে ও জলবায়ুর ভিন্নতার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে জৈববৈচিত্র ভিন্নতর। সারা পৃথিবীতে এ ধরণের মাত্র দশটি কেন্দ্র আছে যেখানে চাষযোগ্য উদ্ভিদের উন্মেষ বা ডাইভারসিটি ঘটেছিল। ভারতবর্ষ ওই দশটি কেন্দ্রের মধ্যে একটি। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশ 8^0-30^0N এবং 60^0-97^0N এর মধ্যে অবস্থিত যার আয়তন প্রায় ৩২ মিলিয়ন হেক্টর।

ভারতের জৈববৈচিত্র :

(১) ফ্লোরাল ডাইভারসিটি : বটানিকাল সার্ভের তথ্য অনুযায়ী ভারতে প্রায় ৪৫০০০ প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ আছে। এর মধ্যে প্রায় ৭৫০০ প্রজাতি ভারতের নিজস্ব গাছ। সমস্ত উদ্ভিদ সম্পদকে দুভাগে ভাগ করা যায় : বনভূমি ও তৃণভূমি। বনভূমি প্রকৃতিগতভাবে বিভিন্ন ধরণের। উষ্ণ-আদ্র-চিরহরিৎ-বনভূমি (পশ্চিম উপকূল, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ), উষ্ণ-আদ্র-অর্দ্ধ পর্ণমোচী বনভূমি (উত্তরপূর্ব ভারত, আসাম, উত্তরবঙ্গ, উড়িষ্যা), উষ্ণ-আর্দ্র-পর্ণমোচী বনভূমি (কেরালা, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশের দক্ষিণাংশ, বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে), শুষ্ক পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি (পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা), মন্টেন নাতিশীতোষ্ণ বনভূমি (দক্ষিণ ভারতের মহাবালেশ্বর), টেম্পারেট বনভূমি (হিমালয় ও নীলগিরি অংশে ৫০০০ ফুট উচ্চতায়) এবং অ্যালপাইন বনভূমি (হিমালয় পর্বতের ১১০০ ফুট উচ্চতায়)।

তৃণভূমি : ভারতের তৃণভূমিতে Xerophilous শুষ্ক আবহাওয়ায় জন্মায়, Merophilous ভারতের সাভানা এবং Hygrophilous আদ্র সাভানা অঞ্চলে জন্মায়।

ভারতের বিভিন্ন বৈচিত্রের প্রাণী :

ভারতে প্রায় ৮০,০০০ প্রাণী প্রজাতির সনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে ২৫০০০ প্রজাতি মাছ স্বাদু ও সামুদ্রিক জলে বাস করে। প্রায় ১২০০০ প্রজাতির পাখি, এছাড়া অসংখ্য বিভিন্ন প্রজাতির পতঙ্গ ভারতে আছে। জীব বৈচিত্র্যের নিরিখে ভারতবর্ষে চারটি হটস্পট দেখা যায়। সেগুলি হল— (১) পশ্চিমঘাট অঞ্চল, (২) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, (৩) ইন্দোবর্মা অঞ্চল ও (৪) সুন্ডাল্যান্ড (নিকোবর গ্রুপের দ্বীপসমূহ)।

বৃহৎ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এশিয়ান হাতি, রয়েলবেঙ্গল টাইগার, এশিয়াটিক লায়ন, লেপার্ড এবং ভারতীয় গণ্ডার, বাইসন। বিভিন্ন ধরণের হরিণ, এন্টিলোপ এদেশে পর্যাপ্ত সংখ্যায় পাওয়া যায়। ভারতীয়

নেকড়ে, শেয়াল, বুনো কুকুর, ঢোল, লেপার্ড, স্ট্রাইপড হায়না ইত্যাদি মাংসাশী প্রাণীর বাসভূমি। বেজি, কাঠবেড়ালি, ইঁদুর, ভোঁদড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পার্বত্য অঞ্চলে বন্য ভেড়া, বন্য ছাগল, আইবেক্স, পাণ্ডা পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রজাতির বানর ও হনুমান ভারতের বিভিন্ন বনাঞ্চলে বাস করে।

বিভিন্ন প্রজাতির পাখির মধ্যে দোয়েল, চড়াই বুলবুল, ঘুঘু, পায়রা ফেজান্ট গীজ, হাঁস, ময়ূর, কাক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সরীসৃপের মধ্যে তিনটি প্রজাতির কুমির, গিরগিটি, গোসাপ ইত্যাদি। বিভিন্ন বিষধর সাপ কেউটে, চন্দ্রবোড়া, শাঁখামুটি, নির্বিষ সাপের মধ্যে ময়াল, বোড়া, ঢাঁড়াশ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উভচর প্রাণীদের মধ্যে সোনাব্যাঙ, কুনোব্যাঙ ইত্যাদি, পদবিহীন উভচরদের মধ্যে ইকথিওসিস, ইউরিটিফ্লাস এবং একটিমাত্র প্রজাতি স্যালামান্ডার টাইকোটো ট্রাইটন ভারতে পাওয়া যায়।

জৈব বৈচিত্রের গুরুত্ব :

(১) পরিবেশ সুরক্ষা : কোন দেশের প্রাকৃতিক জৈব সম্পদ সেই দেশের জলবায়ুর নিয়ন্ত্রক, বনজ প্রাণীর আশ্রয়স্থল ও খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎস। এছাড়া মৃত ও শঠিত পদার্থসমূহ মাটিতে মিশে মাটির উর্বরতা বাড়ায় ও অনুজীবীদের খাদ্য সরবরাহ করে। বায়ুমণ্ডলের CO_2 গ্রহণ করে O_2 সরবরাহ করে পরিবেশকে জীবের বাসযোগ্য করে তোলে। পরিবেশ যত 'সবুজ' ততটাই নির্মল। বায়োডাইভারসিটি বৃষ্টিপাত, জলসম্পদ সৃষ্টি, ভূমিক্ষয় রোধ করে।

(২) ম্যানগ্রোভ অরণ্য ও মোহানা অঞ্চল : ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের শাখাপ্রশাখাযুক্ত মূল মোহানা এলাকার ভূমিক্ষয় রোধ করে। মোহানার খাঁড়ি অঞ্চল বিভিন্ন মাছের প্রজনন ক্ষেত্র। মোহানার পরিবেশ বিঘ্নিত হলে জীববৈচিত্রের ভীষণ ক্ষতি হয় এবং ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ধ্বংস হলে এই এলাকার জলবায়ু ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হবে।

(৩) প্রবাল দ্বীপ : প্রবাল দ্বীপ সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের এক ভিন্ন ধরনের বাস্তুতন্ত্র গঠন করে এবং এই এলাকায় জীববৈচিত্রের এক বিশেষ অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। জৈব বৈচিত্রের সঙ্গে পর্যটন শিল্পের একটা সম্পর্ক আছে। যে দেশে জৈব বৈচিত্র যত বেশি সেই দেশ পর্যটকদের তত বেশি আকর্ষণ করে। মানুষ খাদ্যের জন্য কয়েক সহস্র উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। এছাড়া জ্বালানি, আসাবপত্র, পোষাক তৈরির সামগ্রী ইত্যাদি মানুষ উদ্ভিদ ও প্রাণীদের কাছ থেকে পেয়ে থাকে।

(৪) জৈববৈচিত্রের উপর লোকায়ত ভেষজবিদ্যায় আমাদের দেশের মানুষ নির্ভরশীল। প্রায় ৪৬৭১টি প্রজাতির উদ্ভিদ ভেষজশিল্পে ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্বেদি শাস্ত্র, সিদ্ধা ও ইউনানি পদ্ধতিতে ব্যবহৃত উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা যথাক্রমে ১৭৬৯, ১১২১ এবং ৭৫৯টি। তুলনায় হোমিওপ্যাথিতে ব্যবহৃত ভেষজ প্রজাতির সংখ্যা ৪৮২টি। অর্থাৎ বর্তমানে আরও অধিক উদ্ভিদ বৈচিত্র ভেষজ শিল্পে ব্যবহারের সুযোগ আছে।

মানবকল্যাণে ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় জৈব বৈচিত্রের সংরক্ষণ বিশেষভাবে প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভূমিকা, তাদের সামাজিক আচার আচরণ, কৃষিব্যবস্থা এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহের মধ্য দিয়ে জৈব বৈচিত্র সংরক্ষণ প্রতিফলিত হয়। জৈব বৈচিত্র সম্পর্কিত Convention of Biodiversity (CBD)-এর কনভেনশন আয়োজন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জৈববৈচিত্রের সংরক্ষণে এগিয়ে এসেছে ও মেধাস্বত্ব, পেটেন্ট আইন সহ অনেকগুলি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এই অগ্রণী দেশগুলির মধ্যে ভারত অন্যতম।

তথ্যসূত্র :
১) ত্রিবার্ষিক প্রাণিবিদ্যা—ড. অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী
২) বৈচিত্রময় জৈববৈচিত্র—তপন মিশ্র, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ।

বর্ধমানকে গর্বিত করলেন তরুণ বিজ্ঞানী চন্দ্রচূড়

অরুণ মজুমদার : পথিক গুহ আমার প্রিয় লেখকদের একজন। বিজ্ঞান নিয়ে লেখেন। দুরূহ বিষয়গুলিকে আমার মতো সাধারণ শিক্ষিত মানুষজনের কাছে সাধ্যমতো সহজবোধ্য করে তুলে ধরেন। হঠাৎ পত্রিকায় একটি সংবাদের শিরোনামে দেখলাম 'রাক্ষস না দৈত্য, চেনালেন বিজ্ঞানীরা'। চললাম সংবাদের গভীরে... মহাশূন্যের একটি চলমান ধাঁধা বিজ্ঞানীদের কাছে নাম ব্ল্যাক হোল। সমস্ত কিছুকে গিলে খায়, এমনকি আলো পর্যন্ত। আর একটি দৈত্য ছোট্ট জায়গার মধ্যে অসীম ঘনত্ব নিয়ে এ অবস্থান, নাম নেকেড সিংগুলারিটি।

এদের আলাদা ভাবে চেনা খুবই দুরূহ। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেছেন এদের হালহকিকৎ জানার।

টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন সে উত্তর। বিজ্ঞানী চন্দ্রচূড় চক্রবর্তী, প্রশান্ত কোচেরলাকোতা, সুদীপ্ত ভট্টাচার্য এবং পঙ্কজ যোশী।

আমরা অসীম আকাশে যে সব নক্ষত্র দেখি তার সবকটিই এক একটি জলন্ত অগ্নিকুণ্ড। জলন্ত অবস্থায় আলো এবং তাপ বিকিরণ করে। কিন্তু নিভে গেলে হ্যাঁ নিভে যায়। আমরা যে সব নক্ষত্র দেখি তার অনেকগুলিই মৃত। কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে এদের অবস্থান। আমরা যখন নক্ষত্র দেখি হয়ত মৃত নক্ষত্রেরই আলো। নক্ষত্র মৃত হলে

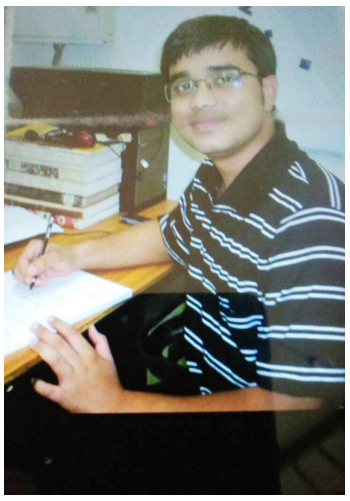

পরই তা জমাট বেঁধে সিংগুলারিটি হয়ে যায়। সিংগুলারিটিকে কেন্দ্র রেখে কখনো কখনো একটা গোলকের মতো জায়গা তৈরি হয়। এর সীমানার নাম ইভেন্ট হরাইজন। এই সীমানার মধ্যে যে কোনো জিনিষই কোনো এক অসীমে বিলীন হয়ে যায়। এরই নাম ব্ল্যাকহোল। এর ফারাক বোঝার চেষ্টা চলেছে অনেককাল ধরে। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী ঘূর্ণমান ভারী বস্তুর চারপাশের জায়গা দুমড়ে মুচড়ে যায়। এই জায়গার মধ্যে দিয়ে একটা জাইরোস্কোপ ছুটলে অক্ষপথ লাট্টুর মত ঘোরে। জটিল অঙ্ক, এই চার বিজ্ঞানী অঙ্ক কষে এর সমাধানসূত্র বের করেছেন।

আমেরিকার নামকরা পত্রিকা 'ফিজিক্যাল রিভিউ ডি'-তে প্রকাশিত হয়েছে এ প্রবন্ধ। বিজ্ঞান থেমে থাকে না চরৈবেতিই তার...

আমার উল্লেখিত এই বিজ্ঞানীদের অন্যতম চন্দ্রচূড় চক্রবর্তী বর্ধমানের অন্যতম সুসন্তান। খবর পেয়ে হাজির হয়েছিলাম বিজ্ঞানীর বাড়ি। অবাক কাণ্ড একেবারে ছেলেমানুষ বিজ্ঞানী বয়স বছর ত্রিশ। উইলবাড়ির স্নিগ্ধা-অসীম চক্রবর্তীর বড় ছেলে। প্রচণ্ড দারিদ্রকে উপেক্ষা করেই তাঁর এগিয়ে চলা। সি এম এস হাই স্কুল, রাজকলেজ হয়ে খড়গপুর আই আই টি থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন। কোলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট থেকে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে ডক্টরেট। ২০১৫ সালে জয়েন করেছেন বোম্বাইতে টি. আই এ. আর-এ। পোস্ট ডক্টরাল কাজ করছেন। ক'দিন পরেই কয়েক সপ্তাহের জন্য জাপান যাচ্ছেন। গবেষণা নিয়েই মেতে থাকতে ভালোবাসেন। পড়াশোনার জন্য বিদেশ গেলেও স্থায়ীভাবে ভারতেই থাকতে চান।

অসাধারণ ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গান এই বিজ্ঞানী। মামার বাড়িতে একদা রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন বর্ধমানে প্রথম। ছোট ভাই ইন্দ্রনীলও ডক্টরেটের জন্য তৈরি হচ্ছেন। আমরা বর্ধমানবাসী হিসাবে গর্ব করতেই পারি এই বিজ্ঞানীর জন্য।

গৃহবধূর আত্মহত্যা স্বামী ও শ্বশুর গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৪ এপ্রিল : মেমারি থানার অন্তর্গত বড় পলাশন জামা পাড়া-য় এক গৃহবধূ আরও পণ দিতে হবে শ্বশুর বাড়ির এই দাবির জ্বালায় অবসাদে নিজের ঘরে শিলিং ফ্যানে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন গত রাত্রে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় মৃতার নাম সোমা রায় মালিক (২২)। মাত্র দু বছর আগে তার সাথে লোকাশ গ্রামের তারক মালিকের সাথে বিয়ে হয়। তাদের একটি ছয় মাসের শিশু পুত্র আছে। তারক মালিক পেশায় ইট ভাটার শ্রমিক। মৃতার অভিভাবক ইন্দ্রজিৎ রায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মৃতার স্বামী ও শ্বশুর যথাক্রমে তারক মালিক ও বিশ্বনাথ মালিককে গ্রেপ্তার করে বর্ধমান আদালতে পাঠায়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কাটোয়া হাসপাতালে পাঠানো হয়।

কালবৈশাখীর ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি

—প্রথম পাতার পর

পড়েন নাদনঘাট থানার চর গোয়ালপাড়া গ্রামের হাপিজা বিবি। সকলকে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভারতের গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সভানেত্রী অঞ্জু কর নাগরগাছি সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শন করে, ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেন। কালনা মহকুমাশাসক ক্ষয়-ক্ষতির কথা স্বীকার করে বলেন, ৩৩৪টি গ্রামে ঝড়-বৃষ্টিতে ক্ষতি হয়েছে। বোরো চাষেও ব্যাপক ক্ষতির খবর এসেছে। কতটা ক্ষতি হয়েছে তা খতিয়ে দেখছে কৃষি দপ্তর। এদিনের ঝড়ে গাছ-পালা, বাড়ি-ঘর, বিদ্যুতের খুঁটি প্রভৃতি ভেঙে পড়ায় মহকুমা জুড়ে বিপর্যয় নেমে আসে। কালনা থানার নিরলগাছি গ্রামে উমানন্দ নামের একটি আধুনিক রাইস মিলে ক্ষতি হয় সর্বাত্মক। সেখানে প্রায় দেড়শো জন শ্রমিক কাজ করেন। রাইস মিলের ডায়ার ও এলিমিটার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দু হাজার আটশো বস্তা ধান ভিজে যায়। মিলের শ্রমিকদের আবাসন, প্রাচীর, চালের গোডাউন ব্যাপক ক্ষতি হয়। ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ প্রায় কোটি টাকার অঙ্কে।

বর্ধমান জেলা কৃষি উপ-অধিকর্তা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিবৃতিতে উঠে এল বোরো চাষের ভয়াবহ চিত্র। তিনি বলেন, বর্ধমান জেলায় মোট ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫০৮ হেক্টর জমিতে এ মরশুমে বোরো চাষ হয়েছে। কালনা মহকুমার সহ কৃষি অধিকর্তা পার্থ ঘোষ জানান, মহকুমার ৫টি ব্লকে ৩৬ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো চাষ হয়েছে। কয়েক দিন পূর্বের ঝড়ে ৩০ হাজার হেক্টর ধানের ৭০ শতাংশ জমিতেই ব্যাপক ক্ষতি হয়। ক্ষতির পরিমাণ সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি এখনও। সাম্প্রতিক কালবৈশাখী ঝড়ে বোরো ধানের ক্ষতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সারা ভারত কৃষক সভার কালনা জোনাল সম্পাদক মহম্মদ আলি। তিনি বলেন, সরকার যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ নিয়ে কৃষকের পাশে না দাঁড়ালে কৃষি ও কৃষকের বাঁচার কোন পথ খোলা নেই।

মে দিবসের আহ্বান

—দুয়ের পাতার পর

শ্রম আইন সংশোধনের মাধ্যমে সংগঠিত শিল্পে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে মধ্যযুগীয় বর্বর অবস্থা। স্বাধীনতার ৭০ বছর পরে অসংগঠিত ৯৪ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৪৫ কোটি মানুষ কোনও ন্যূনতম মজুরি বা সামাজিক সুরক্ষা আইনের সুবিধার জায়গায় নেই। কেন্দ্রীয় সরকার আবার ইএসআই প্রকল্প তুলে দেবার ষড়যন্ত্রে নেমেছে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মজুদ অর্থের সুদ কমাচ্ছে।

প্রথম ইউপিএ সরকারের সময়ে বামপন্থীদের চাপে গঠিত অর্জুন সেনগুপ্ত কমিশনের সুপারিশ সারা দেশে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারগুলি কেউ মানেনি। ব্যতিক্রম ছিল পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরা। রাজ্যগুলির তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার নিজস্ব তাগিদেই শ্রমজীবীদের জন্য কিছু সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের ব্যবস্থা করেছিল। পশ্চিমবাংলায় ১ কোটি ৮০ লক্ষের বেশি অসংগঠিত শ্রমিক, ১ কোটি খেতমজুরের জন্য চালু হয়েছিল সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প। কিন্তু বর্তমানে রাজ্যে তৃণমূলীদের সরকার। বিগত বছরগুলিতে তৃণমূলের তোলাবাজদের হাতে ও আমলাদের এক অংশের সহযোগিতায় জেলায় জেলায় ওয়েলফেয়ার বোর্ডের দপ্তরগুলি গরিবের টাকা লুটের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নিজের ভাবমূর্তি গড়তে ঢাক ঢোল পিটিয়ে শিল্প উৎসব, মাটি উৎসব করছেন।

একদিন যেসব অধিকার অর্জনের জন্য লড়াই করতে হয়েছে শ্রমিকদের। আজ অধিকার কায়েম রাখার জন্য লড়াই করতে হচ্ছে। রক্ত ঝড়ছে তাতেও। আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির কারণে বাজার অর্থনীতিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলি দুর্বল হয়েছে। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে 'অতিথি' কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। অর্থাৎ আইনসিদ্ধ দাসপ্রথা। কৃষি শ্রমিক, দিনমজুর, শহরে জঞ্জাল সাফাই ইত্যাদি কাজে এদের ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে শ্রমিক সংগঠনে জটিলতা বেড়েছে।

শ্রমিক সংগঠনগুলি ঘন ঘন 'মে ডে, মে ডে' হাঁকছে। অর্থাৎ ভারসাম্যহীন জাহাজটি এবার ডুবতে চলেছে। গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে এরাজ্যের শ্রমিকশ্রেণি সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিরোধ করে, তৃণমূল সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতে পুষ্ট মৌলবাদী শক্তিসহ সন্ত্রাসবাদী শক্তির উপরও জনগণের সতর্ক দৃষ্টিকে সংগঠিত করতে চাইছে। এবারের মে দিবসের ডাক সেজন্য ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ। লেনিনের শিক্ষা, 'ক্ষমতা দখলের লড়াইতে সংগঠন ছাড়া শ্রমিকশ্রেণির আর কোন অস্ত্র নেই।' আর মার্কস বলে গিয়েছেন, 'সবদেশের শ্রমজীবীরা এক হও! শৃঙ্খল ছাড়া হারানোর কিছুই নেই তোমাদের!'

বিশ্ববিদ্যালয় কাদের স্বার্থে

—প্রথম পাতার পর

স্বাভাবিকভাবেই ইউনিয়ন অফিসের বাইরে বহু কর্মচারী এবং আধিকারিক সমবেত হয়েছিলেন। বক্তব্য রাখেন শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার, রামবিলাস মহাপাত্র, বুদ্ধদেব চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন আকাশ চ্যাটার্জী। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ও জনবিরোধী শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভা থেকে ৫৬ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়। ১১ জনের সম্পাদকমণ্ডলীও গঠিত হয়েছে। শম্ভুনাথ চ্যাটার্জী, বুদ্ধদেব চক্রবর্তী ও বিবেকানন্দ মুখার্জী যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন।

বি টেক কোর্স

—প্রথম পাতার পর

সংক্রান্ত বিষয়ে মুম্বাই হাইকোর্টের জারি করা স্থগিতাদেশ মেনে চলার দাবিও জানিয়েছেন। রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করার জন্যও তাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ছাত্রদের এই দাবির সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন দুর্গাপুর পুর্ব ও পশ্চিমের বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়, বিশ্বনাথ পারিয়াল এবং সাংসদ মমতাজ সংঘমিত্রা। এ বিষয়ে তাঁরা প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ ও শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছেন। এদিন ছাত্র প্রতিনিধিদের একটি দল এন পি টি আই-এর দুর্গাপুর শাখার অধিকর্তার কাছে দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি জমা করে।

(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. বিজ্ঞানী গুগলিয়েমো মার্কনি। ১৯০৯ সালে, জন্ম ১৮৭৪ সালের ২৫ এপ্রিল। ২. ২৫ এপ্রিল, ২০১০ সালের ২৫ এপ্রিল। ৩. ১৮৭৮ সালের ২৭ এপ্রিল। ৪. ১৯৪৯ সালের ২৭ এপ্রিল। ৫. ১৯৩৭ সালের ২৮ এপ্রিল, ফাঁসি হয় ৩০.১২.২০০৬। ৬. ১৯৪৫ সালের ২৮ এপ্রিল। এই দিনেই। জন্ম ১৮৮৩ সালের ২৯ জুলাই। ৭. ১৬৩৯ সালের ২৯ এপ্রিল, নির্মাণ শেষ হয় ১৬৪৮ সালের ১২ মে। ৮. ১৯৩৯ সালের ২৯ এপ্রিল। সভাপতি হন ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ। ৯. ধুন্দিরাজ গোবিন্দ ফালকে। ১৮৭০ সালের ৩০ এপ্রিল। ১০. ১৯৩০ সালের ২৪ এপ্রিল মেমারিতে জন্ম। মৃত্যু ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪। ১১. ১৯৮৬ সালের ১ মে, সম্পাদক অনিল বিশ্বাস। ১২. ১৮৮৯ সালের ১ মে।

কালনা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ দপ্তরে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : সম্প্রতি কালনা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ট্রান্সমিশন রুমে আগুন লাগে। খবর পেয়ে দমকল এসে এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। সংশ্লিষ্ট দমকল কর্মীরা জানান, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের গোলযোগেই আগুন লাগে। আগুনের কারণে বহু গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। টেলিফোন দপ্তর থেকে জানানো হয় শীঘ্রই পরিষেবা চালু করা হবে।

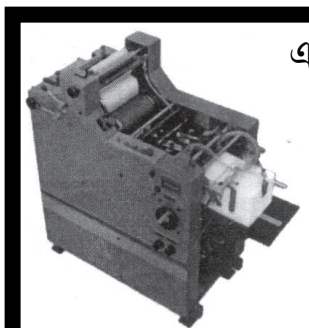
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
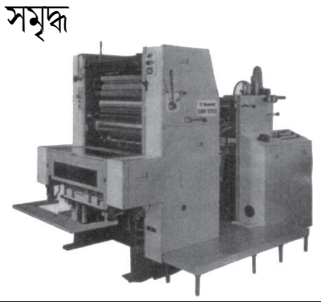
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা